মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি:

আঞ্চলিক ও কালানুক্রমিক বিস্তৃতি, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির পরিবর্তন এবং শিলাচিত্রের গুরুত্ব**

---

১. ভূমিকা (Introduction)

মধ্যপ্রস্তরযুগ (Mesolithic Age) মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি **রূপান্তরকালীন যুগ**। এই যুগেই মানুষ সম্পূর্ণ যাযাবর শিকারি-সংগ্রাহক জীবন থেকে ধীরে ধীরে **আংশিক স্থায়ী ও উৎপাদনমুখী জীবনের দিকে অগ্রসর হয়**। প্রাচীন প্রস্তরযুগ ও নব্য প্রস্তরযুগের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধন হিসেবে মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম।

---

২. কালানুক্রমিক বিস্তৃতি (Chronological Spread)

মধ্যপ্রস্তরযুগের সময়সীমা অঞ্চলভেদে ভিন্ন হলেও সাধারণভাবে ধরা হয়—

- বিশ্বব্যাপী: প্রায় খ্রিস্টপূর্ব **১০,০০০ – ৬,০০০** অব্দ
- ভারতীয় উপমহাদেশে: প্রায় খ্রিস্টপূর্ব **১০,০০০ – ৪,০০০** অব্দ

☞ এই যুগের সময়কাল পরিবেশগত পরিবর্তন ও বরফযুগ-পরবর্তী উষ্ণ জলবায়ুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

---

৩. আঞ্চলিক বিস্তৃতি (Regional Distribution)

ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির বিস্তৃতি ছিল ব্যাপক ও বহুরূপী—

৩.১ উত্তর ও মধ্য ভারত

- ভীমবেটকা (মধ্যপ্রদেশ)
- আদমগড়
- বাঘোর (উত্তরপ্রদেশ)

☞ এখানে শিলাচিত্র ও মাইক্রোলিথিক শিল্প বিশেষভাবে বিকশিত।

৩.২ পশ্চিম ভারত

- লাংহনাজ (গুজরাট)
- রাজস্থান ও কচ্ছ অঞ্চল

☞ শুষ্ক ও অর্ধ-শুষ্ক পরিবেশে অভিযোজিত জীবনযাপন।

৩.৩ পূর্ব ভারত

- ময়ূরভঞ্জ (ওড়িশা)
- পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড অঞ্চল

☞ বনজ সম্পদনির্ভর অর্থনীতি।

৩.৪ দক্ষিণ ভারত

- কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু

☞ দীর্ঘস্থায়ী মাইক্রোলিথিক ঐতিহ্য লক্ষণীয়।

---

৪. প্রযুক্তিগত পরিবর্তন (Technological Developments)

৪.১ মাইক্রোলিথিক প্রস্তরশিল্প

মধ্যপ্রস্তরযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **মাইক্রোলিথ**—ছোট, সূক্ষ্ম ও ধারালো পাথরের হাতিয়ার।

- ত্রিভুজাকার, অর্ধচন্দ্রাকৃতি, ফলকাকৃতি
- তীর, বল্লম ও হারপুনে সংযুক্ত করা হতো

☞ এর ফলে শিকার আরও দক্ষ ও পরিকল্পিত হয়।

৪.২ যৌগিক অস্ত্রের ব্যবহার

- কাঠ ও হাড়ের সঙ্গে পাথরের ফলক যুক্ত
- অস্ত্রের কার্যকারিতা বহুগুণ বৃদ্ধি

৪.৩ অন্যান্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতি

- মাছ ধরার জাল ও ফাঁদ
- আগুনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার

---

৫. অর্থনীতির পরিবর্তন (Economic Transformation)

৫.১ জীবিকার বৈচিত্র্য

মধ্যপ্রস্তরযুগে জীবিকা আর কেবল বড় প্রাণী শিকারে সীমাবদ্ধ ছিল না—

- মাছধরা
- ছোট প্রাণী শিকার
- বনজ ফলমূল ও কন্দ সংগ্রহ

৫.২ মৌসুমি ও আংশিক স্থায়ী বসতি

- নির্দিষ্ট ঋতুতে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস
- নদী ও জলাশয়কেন্দ্রিক জীবন

☞ স্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি শুরু হয়।

৫.৩ খাদ্য উৎপাদনের পূর্বাভাস

- বন্য উদ্ভিদ ব্যবস্থাপনা
- পশুপালনের প্রাথমিক ইঙ্গিত

---

৬. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন

- ছোট গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজের বিকাশ
- সহযোগিতা ও দলগত শিকার
- আচার-অনুশীলনের সূচনা

---

৭. শিলাচিত্রের গুরুত্ব (Importance of Rock Art)

৭.১ শিলাচিত্রের বিষয়বস্তু

- শিকার দৃশ্য
- নৃত্য ও উৎসব
- মানুষ ও প্রাণীর চিত্র

৭.২ শিলাচিত্রের তাৎপর্য

শিলাচিত্র থেকে জানা যায়—

- দৈনন্দিন জীবনযাপন
- সামাজিক সম্পর্ক
- ধর্মীয় ও জাদুবিশ্বাস

☞ এটি মধ্যপ্রস্তরযুগের **লিখিত ইতিহাসের বিকল্প উৎস**।

৭.৩ ভীমবেটকা শিলাচিত্র

- মধ্যপ্রদেশ
- UNESCO World Heritage Site
- মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন

---

৮. মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব

- প্রাচীন ও নব্য প্রস্তরযুগের মধ্যে সেতুবন্ধন
- খাদ্য উৎপাদনের পথ প্রশস্ত
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ

---

৯. সীমাবদ্ধতা ও মূল্যায়ন

যদিও এই যুগে পূর্ণ কৃষির বিকাশ ঘটেনি, তবুও—

- প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন
- পরিবেশ অভিযোজন
- সামাজিক সংগঠনের অগ্রগতি

এই যুগকে মানবসভ্যতার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

---

১০. উপসংহার (Conclusion)

মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি ছিল মানবসমাজের রূপান্তরের যুগ। আঞ্চলিক বৈচিত্র্য, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও শিলাচিত্রের মাধ্যমে এই যুগ মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ স্থির করে দেয়। তাই এই যুগকে **শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজে উত্তরণের ভিত্তিভূমি** বলা যায়।

✍ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।
2. মধ্যপ্রস্তরযুগীয় শিলাচিত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
3. মধ্যপ্রস্তরযুগ কীভাবে নব্যপ্রস্তরযুগের পথ প্রস্তুত করেছিল?

১. মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

উত্তর :
মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি মানবসভ্যতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরকাল নির্দেশ করে। এই যুগে মানুষ প্রাচীন প্রস্তরযুগের সম্পূর্ণ যাযাবর শিকারি-সংগ্রাহক জীবন থেকে ধীরে ধীরে আংশিক স্থায়ী ও সংগঠিত সমাজব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়।

এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য হলো **মাইক্রোলিথিক প্রস্তরশিল্পের বিকাশ**। ছোট, সূক্ষ্ম ও ধারালো পাথরের হাতিয়ার যেমন ত্রিভুজাকার বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি ফলক তীর, বল্লম ও হারপুনে সংযুক্ত করে ব্যবহার করা হতো। এর ফলে শিকার আরও কার্যকর ও পরিকল্পিত হয়।

অর্থনীতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বড় প্রাণী শিকারের পাশাপাশি মাছধরা, ছোট প্রাণী শিকার এবং বনজ খাদ্য সংগ্রহের গুরুত্ব বাড়ে। ফলে জীবিকার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আসে। মানুষ নদী, জলাশয় ও বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে **মৌসুমি বা আংশিক স্থায়ী বসতি** গড়ে তোলে।

সামাজিক দিক থেকে এই যুগে দলগত শিকার, সহযোগিতা এবং সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। পাশাপাশি আচার-অনুশীলন ও সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটে। এই সব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতি প্রাচীন ও নব্য প্রস্তরযুগের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন রচনা করে।

---

২. মধ্যপ্রস্তরযুগীয় শিলাচিত্রের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।

উত্তর :
মধ্যপ্রস্তরযুগীয় শিলাচিত্র এই যুগের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বোঝার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যেহেতু এই যুগে লিখিত ভাষার অস্তিত্ব ছিল না, তাই শিলাচিত্রই মধ্যপ্রস্তরযুগীয় মানুষের জীবনযাত্রা ও চিন্তাভাবনার প্রধান সাক্ষ্য বহন করে।

শিলাচিত্রগুলিতে সাধারণত শিকার দৃশ্য, নৃত্য, উৎসব, পশুপালন, মানুষ ও প্রাণীর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এর মাধ্যমে মধ্যপ্রস্তরযুগীয় মানুষের **দৈনন্দিন জীবন, খাদ্যসংগ্রহ পদ্ধতি ও সামাজিক সম্পর্ক** সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। দলগত শিকার ও নৃত্যের চিত্র সামাজিক সহযোগিতা ও গোষ্ঠীচেতনার প্রমাণ বহন করে।

এছাড়া শিলাচিত্রে প্রতিফলিত ধর্মীয় বিশ্বাস, জাদুবিশ্বাস ও আচার-অনুশীলন মধ্যপ্রস্তরযুগীয় মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জগতকে তুলে ধরে। ভারতের ভীমবেটকার শিলাচিত্রসমূহ এই দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যা মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত।

অতএব বলা যায়, শিলাচিত্র মধ্যপ্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

---

৩. মধ্যপ্রস্তরযুগ কীভাবে নব্যপ্রস্তরযুগের পথ প্রস্তুত করেছিল?

উত্তর :
মধ্যপ্রস্তরযুগ মানবসমাজকে নব্যপ্রস্তরযুগে প্রবেশের জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত করেছিল। এই যুগেই এমন কিছু প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ঘটে, যা পরবর্তী নব্যপ্রস্তরযুগীয় খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক সমাজের ভিত্তি নির্মাণ করে।

প্রযুক্তিগত দিক থেকে মাইক্রোলিথিক হাতিয়ারের উন্নতি মানুষকে পরিবেশের উপর অধিক নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। উন্নত শিকার পদ্ধতি ও নতুন সরঞ্জাম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ প্রকৃতির সম্পদকে আরও দক্ষভাবে কাজে লাগাতে শেখে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মধ্যপ্রস্তরযুগে জীবিকার বৈচিত্র্য ও মৌসুমি বসতির বিকাশ ঘটে। নির্দিষ্ট অঞ্চলে বারবার বসবাসের ফলে মানুষ স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করে, যা পরবর্তীকালে কৃষি ও পশুপালনের সূচনায় সহায়ক হয়।

সামাজিক দিক থেকেও এই যুগে দলগত জীবন, সহযোগিতা ও স্থায়ী বসতির ধারণা গড়ে ওঠে। এই সব পরিবর্তন নব্যপ্রস্তরযুগে স্থায়ী বসতি, কৃষি ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এইভাবে মধ্যপ্রস্তরযুগ মানবসভ্যতাকে শিকারি-সংগ্রাহক সমাজ থেকে খাদ্য উৎপাদনভিত্তিক সমাজে উত্তরণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতিকাল হিসেবে কাজ করে।